সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসি প্রায় এক হপ্তা বাসি হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে নতুন করে উত্তেজনার খোরাক অন্তত আজকের যুগে আর মেলার সুযোগ নেই। নিত্যদিন যেখানে চোখের খিদে মেটানোর হরেকরকম্বা হাতে-গরম হাজির হচ্ছে টিভির পর্দায়, নয়তো পত্রপত্রিকার পাতায়—সেখানে সাদ্দামের ফাঁসির মতো একটা সাতবেষ্টে নজির নিয়ে আবার হল্লা কিসের?

তবুও একটা প্রশ্ন যেন কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না। সেটা এই, সাদ্দামকে পড়ি কি মরি ফাঁসিতে ঝোলাতে আমেরিকা ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন? শুধু তাই নয়, যে কায়দায় গোটা বিচারপর্বটি চলল, এবং যে রকম আধাখ্যাঁচড়াভাবে পুরোটা না চুকিয়েই শেষরাতে বিছানা থেকে সাদ্দামকে টেনে তুলে নিয়ে গিয়ে লটকে দেওয়া হল, তাকে আর যাই হোক, ন্যায়বিচার বলা যায় না কোনওমতেই। সাদ্দামকে ফাঁসি দেওয়ার দৃশ্যটা দেখতে দেখতে কেবলই মনে পড়ছিল এক সময়কার জবরদস্ত আফগান প্রেসিডেন্ট, রুশ-অনুগামী নজিবুল্লা আর তাঁর ভাইকে ফাঁসিতে চড়ানোর কথা। ১৯৯৬-৯৭ সাল নাগাদ কাবুল দখলের পর তালিবানি দখলদাররা প্রায় একই কায়দায় রাষ্ট্রসংঘের নিরাপদ আশ্রয় থেকে নজিবুল্লাকে টেনে বের করে এনে লটকে দিয়েছিল সর্বসমক্ষে। তা সেটা না হয় ছিল প্রায়-বর্বর তালিবানওয়ালাদের কাণ্ড। ইরাকে তো শোনা যাচ্ছে সভ্য আধুনিক পশ্চিমা ভাবধারার গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করেছেন মার্কিন কর্তারা, সেখানেও একই জিনিস?

সেদিন টিভিতে যাঁরা বিভিন্ন খবরের চ্যানেলে সাদ্দাম হুসেনকে ফাঁসি দেওয়ার দৃশ্য প্রায় আগাগোড়া দেখেছেন, তাঁরা একটু ভেবে দেখুন, মনে হচ্ছিল না, অতীতের একপাল মোঙ্গল কিংবা হুন বর্বর হানাদার নিছক সার্কাসের আমোদে সাদ্দামকে নিয়ে একটা নারকীয় খেলায় মেতেছে? যেন বর্ষশেষের কোনও মজার খোরাক! আদৌ কি মনে হচ্ছিল যে, কোনও প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কের প্রাণদণ্ড কার্যকর হচ্ছে সেখানে? বরং, সাদ্দামকে, এক সময়ের ভয়ংকর অত্যাচারী, স্বৈরতন্ত্রী সাদ্দামকে দেখে কোথাও যেন শ্রদ্ধা জেগে উঠছিল, শেষ সময়েও লোকটা মাথা নত করেনি, কালো কাপড়ে মুখ ঢাকতে চায়নি, কেবল জানতে চেয়েছিল: একে কি মানুষের মতো ব্যবহার বলে? ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়ে দেওয়ার পর আল্লাহ্‌র কাছে শেষ প্রার্থনাটুকু করারও সময় দেওয়া হয়নি তাকে। তার আগেই সরে গিয়েছিল পায়ের নীচের পাটাতন।

হ্যাঁ, অনেকেই মুখ বেঁকিয়ে বলতে পারেন, এসব কথা অন্তত আর যেই বলুক, সাদ্দামের মুখে মানায় না। কম মানুষ মেরেছে লোকটা! সেই সময় কোথায় ছিল তার মনুষ্যত্বের

বুকনি, বিবেকের বোল! ঠিক। কিন্তু যাঁরা ফালতু অজুহাতে যুদ্ধ বাধালেন, সাদ্দামকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামালেন, মাটির তলার কুঠরি থেকে ঘাড় ধরে তাকে বের করে এনে বললেন "got 'im", বিচারের নামে প্রহসন বসালেন, এবং তারপর ফাঁসিতে লটকালেন, তাঁরা তো কথায় কথায় ন্যায়নৈতিকতা, মানবাধিকার, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ বিচার, দণ্ডিতের আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ইত্যাদি নিয়ে অনেক কিছু ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেন—তা সেই তাঁরাই নিজেরা সেদিন কী নজির প্রতিষ্ঠা করলেন?

ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছে, এভাবে দুদ্দাড় করে সাদ্দামকে ফাঁসিতে লটকানোর ব্যাপারে ইরাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত মার্কিন কর্তাদের অনেকেরই না কি আপত্তি ছিল, তাঁরা কেউ কেউ না কি এ ব্যাপারে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নুরি কামাল আল-মালিকিকে সতর্কও করেছিলেন এই বলে যে, এভাবে সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝোলানোটা কাজের কাজ হচ্ছে না। বিশেষ করে, ইরাকে যে নতুন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে তাতেও এই ধরনের পদক্ষেপ কোনওমতেই নেওয়া যায় না। আপিল কোর্টে সাদ্দামের প্রাণদণ্ড বলবৎ থাকার পর নিয়ম অনুযায়ী তা কার্যকর করার জন্য অন্তত তিরিশ দিন সময় দেওয়ার কথা। তার ওপর এই প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করার জন্য ইরাকে তিনজনের যে নয়া প্রেসিডেন্সি কায়েম হয়েছে, তাঁদেরও লিখিত সম্মতি চাই। সর্বোপরি, সেই সাদ্দামের আমল তো বটেই, এমনকী তারও অনেক আগে থেকে একটা প্রথা ইরাকে সব সময়েই মেনে চলা হচ্ছে। সেটা হল এই, ইদের ছুটিতে কোনও প্রাণদণ্ডই কার্যকর হবে না। ইরাকে ইদ আল-আদহা বা ইদুজ্জোহার ছুটি সুন্নিদের শুরু হয়েছিল গত শনিবার, এবং শিয়াদের শুরু হয়েছিল গত রবিবার থেকে। ইরাকে অবস্থানরত মার্কিন কর্তারা অনেকেই না কি বলেছিলেন, এই ছুটির মধ্যে সাদ্দামের প্রাণদণ্ড কার্যকর করাটা কখনই উচিত হবে না। ইরাকের ১৯৭১ সনের ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯০ নং ধারা অনুযায়ী সরকারি ছুটির দিন অথবা ধর্মীয় উৎসবের সময় যে কোনও দণ্ডই সেদেশে কার্যকর করা নিষিদ্ধ। সব থেকে বড় কথা, যে দুজাইল গণহত্যা মামলায় সাদ্দামের প্রাণদণ্ড হয়েছিল তারও শুনানি কিন্তু অনেকাংশেই চলেছিল ১৯৭১ সনের ওই ফৌজদারি দণ্ডবিধি মোতাবেক। কিন্তু নুরি আল-মালিকি সেসব কথায় কর্ণপাতই করেননি। তাঁর যেন আর তর সইছিল না। সাদ্দামকে ঝোলানোর ঠিক আগের রাতে তাঁর সঙ্গে আমেরিকার কর্তাব্যক্তিদের অনেকের না কি এ নিয়ে কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়েছিল। মার্কিন কর্তাদের বক্তব্য শুনে নুরি এবং তাঁর সঙ্গী কয়েকজন বিরক্তও হয়েছিলেন। তাঁরা না কি আমেরিকার প্রতিনিধিদের মুখ ঝামটা দিয়েছিলেন এই বলে: "কারা ওকে শাস্তি দিচ্ছে, আপনারা, না আমরা?" অতঃপর নিরুপায় আমেরিকার কর্তারা ইরাকিদের দাবিই স্বীকার করে নেন। নুরিরা সেদিন না কি পষ্টপষ্টি শুনিয়ে দিয়েছিলেন: এটা আমাদের প্রবলেম। আমাদেরই এটা সামলাতে দিন। যদি এতে কারও কিছু ড্যামেজ হয়, তাহলে সেটা আমাদেরই হবে, আপনাদের নয়।" এর পর আমেরিকার কর্তাদের মুখে আর কোনও কথা জোগায়নি।

সেইমতো ওই রাতেই না কি নুরি দারুণভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন। কায়দা করে তিনি ইরাকের নতুন প্রেসিডেন্সির প্রধান কুর্দ নেতা জালাল তালাবানির কাছ থেকে এ ব্যাপারে লিখিত স্বীকৃতি আদায় করেন। জালাল তালাবানি নিজে এভাবে সাদ্দামের প্রাণদণ্ড কার্যকর করার ব্যাপারে সম্মতিপত্র না দিলেও তাঁকে দিয়ে নুরি লিখিয়ে নেন যে, এ ব্যাপারে সরকারি কোনও পদক্ষেপ নিয়ে তালাবানির আলাদা করে কিছু বলার নেই। এর পরেই ইমাম আলির স্মৃতিধন্য পবিত্র শহর নজফের আয়াতোল্লাদের (শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা) টেলিফোন করেন তিনি। জানতে চান, এ ব্যাপারে ধর্মীয় দিক থেকে কোনও অসুবিধা আছে কি না। নজফের আয়াতোল্লাদের নিয়ে গঠিত 'মাজারিয়া' হল ইরাকি শিয়া সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংগঠন। সাদ্দামের আমলে বার বার অশেষ দুর্গতিতে পড়তে হয়েছিল তাদের। সেখানকার আয়াতোল্লারা বোধহয় মুখিয়েই ছিলেন। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নুরি তাঁর বিচারমন্ত্রীকে নিজের স্বাক্ষরে একটি চিঠি পাঠিয়ে হুকুম দেন **"to carry out the hanging until death."** তারপর যা যা ঘটেছে তা প্রায় সবটাই এর মধ্যে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষ টিভির পর্দায় দেখেছেন বহুবার, পড়েছেন খবরের কাগজের পাতাতেও। কিন্তু তাতেও কি সব ধন্দ কেটেছে? নানা রকম কাটছাঁট এবং শোধন-পাতন প্রক্রিয়ার শেষে যা দেখা যায় এবং যতটুকু শোনা যায়, তাতে কি জানা যায় স-ব?

★★★

সাদ্দামের ফাঁসি নিয়ে হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা আমেরিকার যে মহল থেকেই চলুক না কেন, একটা প্রশ্ন কিন্তু কোনও দিনই ওয়াশিংটন এড়াতে পারবে না। ব্যাপারটা এ রকম পড়িমড়ি করে এবং এত জঘন্যভাবে না ঘটুক, আমেরিকার শীর্ষকর্তারা এটা যদি সত্যিই চাইতেন, তাহলে নুরি আল-মালিকির ঘাড়ে ক'টা মাথা যে, তিনি তা অগ্রাহ্য করেন? যাদের দয়ায় নুরি আল-মালিকিরা এখন ইরাকের ক্ষমতায় বসে আছেন, এখনও যাদের সামরিক উপস্থিতিই তাঁদের নিরাপত্তা এবং শাসনের গ্যারান্টি, সেই আমেরিকাকে তাঁরা মুখ ঝামটা দিলেন আর অমনি তারা তা মাথা নিচু করে মেনে নিল, এমনটা শুনলে কার না হাসি পায়?

আসলে ইরাক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমেরিকা এখন হন্যে হয়ে নানা রকম ইকুয়েশন কষছে। সেই ২০০৩ থেকে এখনও পর্যন্ত আমেরিকার একারই তিন হাজারের মতো সেনা ইরাকে প্রাণ হারিয়েছে। খরচও হচ্ছে পাহাড়প্রমাণ, এ পর্যন্ত ৩০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ইরাক যুদ্ধে গলে বেরিয়ে গিয়েছে! আর কত টানা যায়? সব থেকে বড় কথা, যেজন্য এই যুদ্ধের তোড়জোড় সেই তেলই তো এখনও পর্যন্ত সেদেশ থেকে নির্বিঘ্নে তুলে আনার বন্দোবস্ত করা গেল না। এই অবস্থায় আমেরিকার এখন একটাই মাথাব্যথা, যে কোনও উপায়েই হোক, ইরাক থেকে নিজেদের সেনা সরিয়ে আনতে হবে, ইরাকের ক্ষমতায় নিজের পেয়ারের লোকজনকে থিতু করে, অস্ত্রশস্ত্রে তাদের সাজিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে, নইলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেলে

আমেরিকার মানুষ ছেড়ে কথা কইবে না। আজকের বিশ্বে আমেরিকার কর্তারা অন্য কোনও শক্তিরই আর পরোয়া করেন না, কিন্তু আপন দেশের জনমতকে ভয় পান প্রচণ্ড।

কিন্তু বললেই কি আর বেরিয়ে আসা যায়? এই তো কিছু দিন আগে মার্কিন কংগ্রেসের নির্বাচন নিয়ে এদেশেও কত জন কত কথাই না বলল—এবার বুশ মজা বুঝবেন। ডেমোক্র্যাটরা এবার তাঁকে টাইট দেবে। দুঃখের বিষয়, এই বিশেষজ্ঞরা এত দিনেও বুঝলেন না যে, কিছু পলিসির ক্ষেত্রে মার্কিন কংগ্রেসের ফলাফল আলাদা করে কোনও প্রভাবই ফেলে না। আমেরিকা বিশ্বজয় করতে নেমেছে—এ ব্যাপারে রিপাবলিকান-ডেমোক্র্যাট, সব শেয়ালেরই এক রা! হ্যাঁ, কেউ বলতে পারে, এত লাফানো ভালো নয়, একটু রয়ে সয়ে চলা দরকার, কিন্তু তা বলে তারা কেউই একে-অপরকে বলবে না: "না না! বাইরের দুনিয়ায় খবরদারির পন্থাটা ঠিক নয়। সবাই নিয়ে চলার মানসিকতাটাই বড় কথা!" এবারেও মার্কিন কংগ্রেসের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা বিপুল আসনে জিতে আসার পর সেটাই কিন্তু বজায় রয়েছে। ডেমোক্র্যাটরা আদৌ বলছে না যে, ইরাক আক্রমণ করা ঠিক হয়নি। তারা বরং বুশকেই নানাভাবে সাহায্য করছে ইরাকের গরম তাওয়া থেকে এবার বেরিয়ে আসার রাস্তা বাছার ব্যাপারে। কিন্তু সেখানেই হয়েছে বিপত্তি, ইরাকের বর্তমান যা অবস্থা তাতে যুদ্ধের ব্যাপারে নতুন ভারপ্রাপ্ত ডেমোক্র্যাটরাই অনেকে বলছেন, এখ্খুনি ওদেশ থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়াটা ঠিক হবে না। তাতে দেশটা একেবারে হাতের বাইরে চলে যাবে।

আসলে, সেই ২০০৩ সালের শেষে ধরা পড়ার পর থেকেই সাদ্দাম হুসেন কার্যত খরচার খাতায়। তখন থেকেই আমেরিকা লক্ষ্য ইরাকের পাশের দেশ ইরান। যত দিন যাচ্ছে ততই ইরান নিয়ে আমেরিকা দাপাদাপি বেড়ে চলেছে। কেউ যদি লক্ষ করে থাকেন দেখবেন, সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝোলানোর পর থেকেই আমেরিকা কিন্তু পরমাণু শক্তি উৎপাদন বন্ধ করার জন্য ইরানকে আবার কড়া হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করেছে, ঠিক যেভাবে দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধ শুরু করার আগে তারা একের পর এক হুমকি দিতে আরম্ভ করেছিল সাদ্দামকে! তাহলে কি ইরান নিয়ে নতুন চ্যাপটার শুরু করার জন্যই সাত তাড়াতাড়ি সাদ্দাম-চ্যাপটার গুটিয়ে ফেলার ওই আয়োজন?

কিন্তু সাদ্দামকে এভাবে ফাঁসিতে চড়িয়ে আমেরিকার কী লাভ হল? বন্দি সাদ্দাম কি আদৌ আর প্রত্যাঘাত হানার অবস্থায় ছিলেন? না কি ইরাকের সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে তিনি গোপনে কোনওভাবে প্রেরণা জোগাচ্ছিলেন? ঘটনা-পরম্পরা কিন্তু সে কথা বলে না। এটা ঠিক, ইরাকের সুন্নিদের মধ্যে এখনও সাদ্দামের বাথ পার্টির বেশ কিছু জঙ্গি সদস্য আছে, কিন্তু শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সেখানকার সাধারণ মানুষের কাছে সাদ্দাম কোনও দিনই কিংবদন্তি টাইপের শ্রদ্ধা-জাগানো ইমেজ ছিলেন না। শিয়ারা অনেকেই তাঁকে ঘৃণা করত, সুন্নিরা সাধারণত তাঁকে সাপোর্ট করত, কারণ তিনি সুন্নি ভাই-বেরাদর অনেককেই

করে-কম্মে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, মিলিটারিতে সুন্নিদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম রেখেছিলেন, কিন্তু তা বলে সাদ্দাম ইরাকের মানুষের চোখে 'নাসের' ছিলেন না। সকলেই জানত, সাদ্দাম অত্যাচারী—ইরাকের মানুষ তাঁকে ভয় পেত। কিন্তু যেভাবে মিথ্যা একটা ছুতোয় যুদ্ধ বাধিয়ে সাদ্দামকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানো হল, যেভাবে গোটা ইরাকে একটা অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করা হল এবং সর্বোপরি বিচারের নামে যেভাবে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেই কেউ কিছু বোঝার আগেই ফাঁসিতে চড়ানো হল, তাতে কিন্তু আরব দুনিয়ার একটা অংশের মধ্যে সাদ্দাম কিছুটা হলেও 'নায়কে'র মর্যাদা পেয়ে গেলেন। সর্বোপরি, পবিত্র ইদের ছুটিতে যে রকম ন্যক্কারজনক কায়দায় এই ফাঁসির আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে সুন্নি মুসলিম দুনিয়ার বুকে সেটা অনেক বেশি বেজেছে। স্বাভাবিকভাবেই মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াদের নিয়ে গঠিত নতুন ইরাকি সরকারের মানসিকতা নিয়েও তাঁদের মধ্যে একটা সন্দেহ, বিরক্তি এবং ঘৃণার ভাব জাগতে শুরু করেছে। তাঁরা অনেকেই মনে করছেন, সাদ্দাম সুন্নি বলেই শিয়া সম্প্রদায়ের নুরি আল-মালিকিরা এ রকম একটা জঘন্য কাণ্ড ঘটাল। তাঁদের মধ্যে এই ধরনের ভাব জেগে ওঠাকে খুব একটা দোষও দেওয়া যায় না। কারণ, সাদ্দামের প্রাণদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর সাংবাদিকরা যখন এভাবে ফাঁসি দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তখন ইরাকি প্রধানমন্ত্রী নুরি আল-মালিকির এক উপদেষ্টা বাসাম আল-হুসেইনি বলেছিলেন: "এটা ইরাকি জনসাধারণের জন্য ইদের গিফট!"

★ ★ ★

তাহলে কি আমেরিকা এক রকম ইচ্ছা করেই এ রকমটা ঘটতে দিল? তারা কি জেনেবুঝেই নিরুপায় ভাব দেখিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করল, যাতে মনে হয়, তারা নয়, ইরাকের নতুন ক্ষমতাপ্রাপ্ত শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই এই কাণ্ডের জন্য দায়ী? তাহলে কি এর পর ইরানকে টার্গেট করতে এবং সেক্ষেত্রে গোটা আরব দুনিয়ার সেন্টিমেন্টটা নিজের দিকে টানতে তাদের অনেক সুবিধা হয়ে যাবে? এবং, যেহেতু একেবারে পাশের দেশ, তাই ইরাকে একটা পাপেট গভর্নমেন্ট থাকলে (তা শিয়া-সুন্নি যাই হোক) সেক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভান্টেজটাও পাওয়া যাবে ষোলো আনা?

আমেরিকার কর্তারা কী ভাবছেন তা তাঁরাই জানেন—কিন্তু ইতিহাস এর আগেও বহুবার আমাদের দেখিয়েছে, আমেরিকার কর্তারা অনেক সময়ই নানা রকম হিসাব কষে এমন সব পদক্ষেপ নেন, যেগুলি শেষমেশ তাঁদেরই বিরুদ্ধে চলে যায়! সাদ্দামের সাত-তাড়াতাড়ি ফাঁসিও কি শেষ পর্যন্ত সে রকম একটা পরিস্থিতিই সৃষ্টি করবে?

ব্যাপারটাই সন্দেহজনক

শুধু ফাঁসি দেওয়ার ব্যস্ততা নিয়েই নয়। প্রশ্ন উঠছে আরও অনেক কিছু নিয়ে। প্রথম কথা, যে মামলা সাজিয়ে সাদ্দামকে লটকানো হল, তা তাঁর অন্য অনেক অপরাধের চাইতে তুলনামূলকভাবে অনেক লঘু অপরাধ। এই প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল ১৯৮২ সালে দুজাইলে ১৪২ জন শিয়া নাগরিককে হত্যার অপরাধে। কিন্তু যখন এই দণ্ডাদেশ কার্যকর হল, তখনও আরেকটা মামলা চলছে, এবং সেটা নিয়ে সাদ্দামের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক দিনের। সেটা হল কুর্দ স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের মামলা। কিন্তু সেই মামলার ফয়সালা হওয়ার আগেই ইরাকের বর্তমান কর্তৃপক্ষ সাদ্দামকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে চড়ানোর জন্য এত ব্যগ্র হয়ে উঠলেন কেন?

দ্বিতীয় কথা, গত বছরের জুলাই মাসে ইরাকের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল সাদ্দামের বিরুদ্ধে প্রথম খাতায়কলমে মামলা রুজু করে। তারপর থেকে বিভিন্ন মামলা যত এগিয়েছে, অদ্ভুতভাবে দেখা গিয়েছে, প্রধান অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ সেভাবে দেওয়াই হয়নি। সাক্ষীদের পালটা সওয়াল করতে চেয়ে সাদ্দাম বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও তাতে কর্ণপাতই করেনি ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ করে বিচারকদের থেকেও না কি সরকারি প্রসিকিউটররা ছিলেন এর ঘোরতর বিরোধী। স্বাভাবিকভাবেই ট্রাইবুনালের এই একচোখোমি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বার বার।

তৃতীয়ত, মামলা যত এগিয়েছে দেখা গিয়েছে, সাদ্দামের পক্ষের কৌঁসুলিরা একের পর এক নিহত হচ্ছেন। প্রথমে আদেল আল-জুবেইদি, তারপর সাদুন জানাবি, তারপর খামিস আল-ওবাইদি—এঁরা সকলেই সাদ্দাম ও তাঁর সহযোগীদের হয়ে মামলা লড়ছিলেন। তিনজনেই নিহত হন। কারা যে তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল তা কিন্তু আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। তার থেকেও বড় কথা, মরতে হল কেন তাঁদের? তাহলে এমন কোনও তুরুপের তাস কি তাঁদের আস্তিনের তলায় ছিল যাতে অভিযোগকারীদেরই ফাঁপরে পড়তে হ'ত